



নম্বর: ০৫.৪৬.৫৮০০.০০০.০১০.০৭.০০০৩.২৬- (৬৬৯)

তারিখ: ২০ ভাদ্র ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
২৫ আগস্ট ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

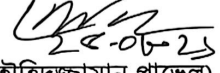
গণবিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ভূমি অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্ত মালিক/স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর অধীন প্রণীত স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল বিধিমালা, ২০২৬ বিগত ২৯ জুলাই, ২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মৌলভীবাজার এর ভূমি অধিগ্রহণ শাখা থেকে অধিগ্রহণকৃত ভূমি/সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের অর্থ উত্তোলনের জন্য নিম্নবর্ণিত নির্দেশাবলি অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন দাখিলের জন্য অনুরোধ করা হলো:

- ১) স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল বিধিমালা, ২০২৬ এর 'তফসিল-৩৬' অনুযায়ী আবেদনকারীকে প্রতিটি দাগের জন্য এবং একাধিক মালিক থাকলে প্রত্যেক মালিককে পৃথক পৃথক আবেদন দাখিল করতে হবে। তবে ওয়ারিশ/উত্তরাধিকারীসূত্রে মালিক হলে সকল ওয়ারিশ/উত্তরাধিকার প্রতিটি দাগের জন্য একত্রে আবেদন দাখিল করতে পারবেন। প্রতিটি আবেদনের উপরিভাগে ২০/- (বিশ) টাকার কোর্ট ফি সংযোজন করা আবশ্যিক।
- ২) আবেদনের সাথে আবশ্যিকভাবে প্রত্যেক মালিকের জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি দাখিল করতে হবে।
- ৩) প্রত্যেক মালিকের ০৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি দাখিল করতে হবে। ০১ (এক) কপি ছবি শনাক্তকরণ ফরমে সংযুক্ত করতে হবে এবং অবশিষ্ট ০২ (দুই) কপি ছবি আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।
- ৪) ব্যাংকের চেক বহির উপরের পাতার ফটোকপি দাখিল করতে হবে।
- ৫) স্থানীয় পৌর মেয়র/ইউপি চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কাউন্সিলর/ওয়ার্ড মেম্বার কর্তৃক প্রদত্ত শনাক্তকরণ ফরম এর মূল কপি (প্রদত্ত নমুনা ফরম অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য পৃথক পৃথক) দাখিল করতে হবে।
- ৬) ৮ ধারার নোটিশের ফটোকপি দাখিল করতে হবে।
- ৭) এসএ, আরএস রেকর্ডিয় খতিয়ানের মূল কপি/অবিকল নকল কপি দাখিল করতে হবে।
- ৮) নামজারি জমাখারিজ খতিয়ানের মূল কপি/অবিকল নকল কপি দাখিল করতে হবে।
- ৯) অধিগ্রহণের পূর্বের বৎসর পর্যন্ত ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান সংক্রান্ত দাখিলার মূল কপি দাখিল করতে হবে।
- ১০) রেকর্ডিয় মালিকের ওয়ারিশ/উত্তরাধিকার হিসেবে দাবির সমর্থনে স্থানীয় পৌর মেয়র/ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত ওয়ারিশ/উত্তরাধিকারী সনদপত্রের ফটোকপি দাখিল করতে হবে।
- ১১) মালিকানা অর্জন সংক্রান্ত মূল দলিল/অবিকল নকল কপি দাখিল করতে হবে।
- ১২) মালিকানার প্রমাণক হিসেবে রেকর্ডিয় মালিক হতে ক্রয়/হস্তান্তর সংক্রান্ত বায়া দলিলের মূল কপি/অবিকল নকল কপি দাখিল করতে হবে।
- ১৩) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মালিকানার প্রমাণক সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজপত্র দাখিল করতে হবে।
- ১৪) ক্ষতিপূরণের অর্থ গ্রহণকালে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল বিধিমালা, ২০২৬ এর 'তফসিল-৬০' অনুযায়ী ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তার সম্মুখে ০২ (দুই) জন সাক্ষীসহ স্থানীয় পৌর মেয়র/ইউপি চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কাউন্সিলর/ওয়ার্ড মেম্বার/গণ্যমান্য ব্যক্তি (স্থানীয় সরকারি স্কুল/কলেজের প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ) কর্তৃক শনাক্তকরণসহ ৩০০/- (তিনশত) টাকা মূল্যমানের নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প অঙ্গীকারনামা ও ক্ষতি নিষ্কৃতির চুক্তিনামা সম্পাদন করতে হবে।
- ১৫) আবেদনের সাথে ০১ হতে ১৩ নম্বর ক্রমিকে উল্লিখিত কাগজপত্র নির্ধারিত ক্রমানুসারে দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ১৬) অস্পষ্ট, ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ১৭) স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল বিধিমালা, ২০২৬ এর ৩২(৮)নং বিধি অনুযায়ী বিদেশে অবস্থানরত কোনো বাংলাদেশি নাগরিক কর্তৃক বিধিমালায় উল্লিখিত 'তফসিল-৩৩' অনুযায়ী বিধি মোতাবেক আমমোক্তারনামা দলিল সম্পাদনপূর্বক আমমোক্তারগ্রহীতা দ্বারা ক্ষতিপূরণের চেক গ্রহণ করতে পারবেন। কিন্তু ৩২(৯)নং বিধি অনুযায়ী দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানরত কোনো নাগরিক আমমোক্তারনামা দলিলমূলে ক্ষতিপূরণের চেক অপর কোনো ব্যক্তিকে প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করতে পারবেন

না। তবে শর্ত থাকে যে, চলাচলে অক্ষম, শয্যাশায়ী বা বিশেষ কোনো শারীরিক অক্ষমতাজনিত কারণে জেলা প্রশাসক, তদন্তক্রমে যৌক্তিকতা নির্ধারণপূর্বক, উক্তরূপ কোনো ব্যক্তির অনুকূলে আমমোক্তারনামা দলিল সম্পাদনের অনুমতি প্রদান করতে পারবেন, যার ভিত্তিতে আমমোক্তারগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণের চেক প্রদান করা যাবে।

১৮) বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আবেদনের সাথে জমা দেওয়া কাগজপত্রের মূল কপি/অবিকল নকল কপি পরবর্তীতে ফেরত পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তাই সুরক্ষার স্বার্থে উক্ত কাগজপত্রের এক বা একাধিক কপি নিজের কাছে সংরক্ষণ করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।


(তৌহিদুজ্জামান পাভেল)

পরিচিতি নম্বর: ১৬৪৭৫

জেলা প্রশাসক

ফোন: ০২৪১১১০৪০২

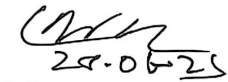
ই-মেইল: dcmoulvibazar@mopa.gov.bd

নম্বর: ০৫.৪৬.৫৮০০.০০০.০১০.০৭.০০০৩.২৬- ৬৬৯/৯ (৬)

তারিখ: ২০ ভাদ্র ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
২৫ আগস্ট ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে-

১. বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট।
২. পুলিশ সুপার, মৌলভীবাজার।
৩. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, (সকল), মৌলভীবাজার (বিজ্ঞপ্তিটি উপজেলা ওয়েব পোর্টাল ও আওতাধীন সকল ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ বোর্ড/ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।
৪. সহকারী কমিশনার (ভূমি), (সকল), মৌলভীবাজার (বিজ্ঞপ্তিটি উপজেলা ভূমি অফিসের ওয়েব পোর্টাল ও আওতাধীন সকল ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।
৫. সহকারী কমিশনার (আইসিটি), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মৌলভীবাজার (জেলা ওয়েব পোর্টালে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।
৬. এ কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ড।


(তৌহিদুজ্জামান পাভেল)

জেলা প্রশাসক

তফসিল-৩৬
[বিধি ৩৪(২) দ্রষ্টব্য]

অধিগ্রহণে ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রাপ্তির আবেদন ফরমের নমুনা
(প্রতিটি দাগের জন্য এবং একাধিক মালিক থাকিলে প্রত্যেক মালিককে পৃথক পৃথক আবেদন করিতে হইবে)

বরাবর

ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
..... জেলা।

গ্রহণের তারিখ :	
গৃহীত আবেদন নম্বর :	
অধিগ্রহণ/হুকুমদখল মামলা নম্বর :	
রোয়েদাদের ক্রমিক নম্বর :	
টাকার পরিমাণ :	

বিষয় : অধিগ্রহণ/হুকুমদখল মামলা এর রোয়েদাদ নম্বর এ দাগের ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রাপ্তির আবেদন।

আমি পিতা : মাতা: এর মালিকানাধীন মোজা এর দাগের শতাংশ জমি ক্রয়/উত্তরাধিকার/ওয়ারিশ/বন্দোবস্ত/রেকর্ডসূত্রে বর্তমান বৈধ মালিক ও দখলকার যাহার খতিয়ান নম্বর এবং আমি সন পর্যন্ত খাজনা পরিশোধ করিয়াছি। আমার নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি অধিগ্রহণ মামলা নম্বর মোতাবেক অধিগ্রহণ/হুকুমদখল করা হইয়াছে এবং বর্ণিত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক দখল গ্রহণ করা হইয়াছে। এই জন্য আমি বর্ণিত জমির/অবকাঠামো/পুকুর/পুকুর খনন/গাছপালা/ফসল/ব্যবসায়িক/অন্যান্য ক্ষতিপূরণের (প্রযোজ্য বিষয় রাখিয়া বাকিগুলি কাটিয়া দিতে হইবে) অর্থ গ্রহণের জন্য আবেদন করিতেছি।

বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, জুলাই ২৯, ২০২৬

২৭৭৬

রোয়েদাদ নম্বর এ বর্ণিত ক্ষতিপূরণের অর্থ আমার নামীয় নিম্নোক্ত ব্যাংক হিসাবে প্রদানের জন্য অনুরোধ করিতেছি :

ব্যাংকের নাম	শাখা	হিসাব নম্বর	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)

নিবেদক

(স্বাক্ষর)

নাম :

NID নম্বর:

মোবাইল নম্বর :

ই-মেইল নম্বর :

তারিখ :

আবেদনের সহিত সংযুক্ত কাগজপত্রের বর্ণনা

ক্রমিক নং	কাগজপত্রের বর্ণনা	পাতা নম্বর	দাখিল করা হইয়াছে কি না	
			হ্যাঁ (✓)	না (✓)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।	জাতীয় পরিচয়পত্রের অনুলিপি বা প্রবাসী বাংলাদেশিদের ক্ষেত্রে পাসপোর্টের অনুলিপি			
২।	পাসপোর্ট সাইজের ছবি ৩ (তিন) কপি (প্রত্যেক মালিকের)			
৩।	৮ ধারার নোটিশের অনুলিপি			
৪।	সিএস/এসএ/আরএস/মহানগর/দিয়ারা/পেটি খতিয়ানের মূলকপি/অবিকল নকল কপি			
৫।	নামজারি জমাখারিজ খতিয়ানের মূলকপি/অবিকল নকল কপি			
৬।	অধিগ্রহণের পূর্বের বৎসর পর্যন্ত ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানের দাখিলার মূলকপি/সত্যায়িত অনুলিপি			

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৭।	মালিকানা অর্জন সংক্রান্ত মূল দলিল/অবিকল নকল কপি			
৮।	মালিকানার প্রমাণক হিসাবে সর্বশেষ চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত জরিপের রেকর্ডীয় মালিক হইতে ক্রয়/হস্তান্তর সংক্রান্ত বায়া দলিলের মূলকপি/অবিকল নকল কপি			
৯।	রেকর্ডীয় মালিকের ওয়ারিশ/উত্তরাধিকার হিসাবে দাবির সমর্থনে স্থানীয় মেয়র/চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত ওয়ারিশ/ উত্তরাধিকার সনদপত্রের অনুলিপি			
১০।	স্থানীয় মেয়র/চেয়ারম্যান/মেম্বর/কাউন্সিলর/গণ্যমান্য ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত শনাক্তকরণ ফরম (তফসিল-৬০ এর সংশ্লিষ্ট অংশ মোতাবেক)			
১১।	ব্যাংকের চেক বহির উপরের পাতার ফটোকপি			
১২।	ক্ষতি নিষ্কৃতির চুক্তিনামা (তফসিল-৬০ এ বর্ণিত নির্ধারিত ফরমে)			
১৩।	মালিকানা প্রমাণক অন্যান্য কাগজপত্র			

আবেদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত অঙ্গীকারনামা

এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে, আবেদিত জমি অর্থাৎ পূর্বের পৃষ্ঠায় বর্ণিত তফসিলের জমির প্রকৃত মালিক ও দখলদার হিসাবে আমি ক্ষতিপূরণ পাইবার জন্য আবেদন দাখিল করিয়াছি। আমার আবেদনে কোনো জালিয়াতি বা প্রতারণার আশ্রয় লওয়া হয় নাই। আবেদনের সহিত আমি প্রতারণার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোনো জাল দলিল/কাগজপত্র উপস্থাপন করি নাই। ইহা ব্যতীত উক্ত জমি আমি/আমরা/আমাদের ওয়ারিশ/মৌরশে ইতঃপূর্বে অন্য কারও নিকট বিক্রয়/হস্তান্তর করি নাই। আমার দাখিলীয় কাগজপত্র/দলিলপত্র যদি ভবিষ্যতে উপযুক্ত আদালত/কর্তৃপক্ষের নিকট জাল হিসাবে প্রমাণিত হয় বা জাল কাগজপত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে এবং প্রতারণার মাধ্যমে ভুল/মিথ্যা তথ্য উপস্থাপনপূর্বক আমি ক্ষতিপূরণের চেক/অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকি বা মালিক না হইয়াও ক্ষতিপূরণের অর্থ দাবি/গ্রহণ করি তাহা হইলে, এই অফিস হইতে অবগত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমার গৃহীত সমুদয় অর্থ ফেরত প্রদান করিব। অন্যথায়, আমার বিরুদ্ধে উপযুক্ত আদালতে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে। এ বিষয়ে আমি কোনো আদালতে কোনো আপত্তি বা দরখাস্ত দাখিল করিব না বা করিলেও উহা সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(স্বাক্ষর)

নাম :

NID নম্বর:

মোবাইল নম্বর :

ই-মেইল :

তারিখ :

ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণের অর্থ উত্তোলনের জন্য শনাক্তকরণ ফরম/প্রত্যয়নপত্র

(প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সাদা কাগজে আলাদা আলাদা ফরম ব্যবহার করতে হবে)

বরাবর

ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মৌলভীবাজার।

পাসপোর্ট সাইজের

০১ (এক) কপি ছবি

বিষয়: ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণের অর্থ উত্তোলনের জন্য শনাক্তকরণ ও প্রত্যয়ন।

মহোদয়,

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে প্রত্যয়ন ও শনাক্ত করছি যে, আবেদনকারী মোঃ করিম উদ্দিন, পিতা: মৃত মোঃ ছালামত মিয়া, মাতা: আছমা বেগম, গ্রাম/মহল্লা: ইসলামপুর, ডাকঘর: তারাপাশা-৩২০০, উপজেলা: রাজনগর, জেলা: মৌলভীবাজার আমার পরিচিত এবং জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক। এলএ কেস নম্বর: ০৫/২০২২-২৩ এর অধীনে অধিগ্রহণকৃত ভূমির তফসিল নিম্নরূপ:

উপজেলা	মৌজা ও জেএল নং	খতিয়ান নম্বর (এসএ/আরএস)	দাগ নম্বর (এসএ/আরএস)	শ্রেণি	দাগে মোট ভূমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিমাণ (একরে)	দাবীকৃত ভূমির পরিমাণ (একরে)

উক্ত এলএ কেসের ক্ষতিপূরণের অর্থ উত্তোলনের জন্য প্রদর্শিত জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর: ৭১২৫৮৮৯৩৩, জন্ম তারিখ: ০৫/০৯/১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী আবেদনকারীকে শনাক্ত করা হলো। ছবিতে দৃশ্যমান ব্যক্তি ও আবেদনকারী একই ব্যক্তি এবং তিনি নিজ নামে আমার সম্মুখে স্বাক্ষর/টিপসহি প্রদান করেছেন।

আবেদনকারী স্বাক্ষর:

তারিখ:

শনাক্তকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

মোবাইল নম্বর:

(পৌর মেয়র/ইউপি চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কাউন্সিলর/ওয়ার্ড মেম্বর)

সীলমোহর

তফসিল-৬০
[বিধি ৩৪(৯) দ্রষ্টব্য]

অধিগ্রহণকৃত জমি/সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের টাকা তোলার জন্য টাকা উত্তোলনকারী অঙ্গীকারনামা ও ক্ষতি নিষ্কৃতির চুক্তিনামা
(৩০০/- টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে)

স্বাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হকুমদখল আইন, ২০১৭ এর আওতায় অধিগ্রহণকৃত অথবা হকুমদখলকৃত স্বাবর জমি অথবা সম্পত্তি অথবা জমি ও সম্পত্তির মালিক দখলাধিকারী অথবা মালিকের দ্বারা আমমোক্তারনামা মূলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি (পাওয়ার অব অ্যাটর্নি আইন অনুসারে) কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তিনামা।

যেহেতু জেলার ভূমি অধিগ্রহণ/হকুমদখল মামলা নম্বর এর বিপরীতে ক্ষতিপূরণের অর্থ উত্তোলনের নিমিত্ত নিম্নরূপ চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে, সেহেতু আমরা নিম্নবর্ণিত প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষ অদ্য সনের মাসের তারিখে নিম্নরূপ চুক্তি সম্পাদন করিলাম :

প্রথম পক্ষ	দ্বিতীয় পক্ষ
নাম : পিতা : মাতা : গ্রাম/ওয়ার্ড/মহল্লা : ডাকঘর :, ইউনিয়ন : উপজেলা :, জেলা :।	নাম : পদবি : সিল : পরিচিতি নম্বর : ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়।

এবং যেহেতু জেলার ভূমি অধিগ্রহণ/হকুমদখল মামলা নম্বর : এর অধীনে প্রকল্পের জন্য স্বাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হকুমদখল আইন, ২০১৭ এর আওতায় নিম্ন তফসিলে বর্ণিত স্বাবর সম্পত্তি ও অস্বাবর সম্পত্তি স্থায়ীভাবে অথবা অস্থায়ীভাবে অধিগ্রহণ/হকুমদখল করা হইয়াছে এবং সম্পূর্ণরূপে সরকারের নিকট ন্যস্ত হইয়াছে; এবং

বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, জুলাই ২৯, ২০২৬

২১৮০৫

যেহেতু আমি/আমরা মালিক/মালিকগণ তফসিলে উল্লিখিত অধিগ্রহণকৃত জমি অথবা সম্পত্তি অথবা জমি বা সম্পত্তির মালিক/মালিকগণ হিসাবে স্বয়ং দরখাস্ত দাখিল করিয়া অথবা আমমোক্তারনামা মূলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে দরখাস্ত দাখিল করিয়া ক্ষতিপূরণের অর্থ উত্তোলনের দাবি করিতেছি; এবং

যেহেতু আমরা প্রথম পক্ষ এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, এই চুক্তিনামার সকল অনুচ্ছেদ আমরা অথবা আমাদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি, উত্তরাধিকারী, এক্সিকিউটর, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, মুতাওয়াল্লি অথবা আইনানুগভাবে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গ অথবা প্রতিষ্ঠানের উপর সমভাবে প্রযোজ্য হইবে; এবং

যেহেতু আমি/আমরা প্রথম পক্ষ এই মর্মে শপথপূর্বক ঘোষণা ও সাক্ষ্য দিতেছি যে, তফসিলে উল্লিখিত অধিগ্রহণকৃত জমি অথবা সম্পত্তি অথবা জমি ও সম্পত্তি আমি/আমরা কোনোভাবে হস্তান্তর করি নাই অথবা মৌখিক কবলা, খাই খালাসি, মহাজনি ঋণ, ব্যাংকের ঋণ, বন্ধকি ঋণ, সমবায় ঋণ অথবা অন্য কোনোভাবে আবদ্ধ করি নাই অথবা বিক্রয়ের লক্ষ্যে কোনো বায়না করি নাই অথবা কোনো স্ট্যাম্প দেই নাই; এবং

যেহেতু আমি/আমরা প্রথম পক্ষ এই মর্মে শপথপূর্বক ঘোষণা এবং সাক্ষ্য দিতেছি যে, তফসিলে বর্ণিত জমি অথবা সম্পত্তি ক্ষতিপূরণের অর্থ উত্তোলনের দিন পর্যন্ত কোনোভাবে (যথা- বিক্রয়, দান, ওয়াকফ অথবা অন্য কোনোভাবে) হস্তান্তর করি নাই অথবা হস্তান্তরের কোনো বায়না অথবা চুক্তি করি নাই, অথবা কাহারও নিকট হইতে টাকা গ্রহণ করি নাই অথবা কাহাকেও কোনো লিখিত অথবা অলিখিত স্ট্যাম্প দিয়া অধিগ্রহণকৃত জমি আবদ্ধ করি নাই; এবং

যেহেতু আমি/আমরা প্রথম পক্ষ এই মর্মে শপথপূর্বক ঘোষণা এবং সাক্ষ্য দিতেছি যে, তফসিলে উল্লিখিত অধিগ্রহণকৃত জমি ও সম্পত্তির হাল সন পর্যন্ত ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করিয়াছি যাহা আবেদনের সহিত জমা প্রদান করিয়াছি; এবং

যেহেতু আমি/আমরা প্রথম পক্ষ এই মর্মে ঘোষণা ও সাক্ষ্য দিতেছি যে, অধিগ্রহণের পর জমির শ্রেণির পরিবর্তন করিয়া জমির কোনো অনিষ্টসাধন করি নাই যাহাতে প্রত্যাশী সংস্থা ক্ষতির সম্মুখীন হইতে পারে, এবং এইরূপ করিয়া থাকিলে আমি/আমরা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিব।

সেহেতু এক্ষণে আমি/আমরা প্রথম পক্ষ এই মর্মে সরকারের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইলাম :

- ১। যেহেতু তফসিলে উল্লিখিত অধিগ্রহণকৃত জমি ও সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের পরিমাণের বিষয়ে আমাদের কোনো আপত্তি নাই মর্মে আমি বা আমরা আরবিট্রেশন আদালতে মামলা করিব না অথবা তফসিলে উল্লিখিত অধিগ্রহণকৃত জমি ও সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের পরিমাণের ব্যাপারে আমাদের আপত্তি নাই অথবা আমি/আমরা আরবিট্রেশন আদালতে মামলা দায়েরের শর্তে এই অর্থ গ্রহণ করিতেছি (যেটুকু প্রযোজ্য সেটুকু রাখিয়া কাটিয়া দিতে হইবে);

- ২। বর্ণিত সম্পত্তির মালিকানা বা দাবি লইয়া দেওয়ানি আদালতে কোনো মামলা নাই। বর্ণিত সম্পত্তির মালিকানা ও দাবি লইয়া বিজ্ঞ আদালতে মামলা চলমান যাহার মামলা নম্বর (যেটুকু প্রযোজ্য সেটুকু রাখিয়া অন্যটুকু কাটিয়া দিতে হইবে);
- ৩। অধিগ্রহণকৃত জমি ও সম্পত্তিতে আমাদের স্বত্ব নিরসন হইয়া যাইবে;
- ৪। যদি পরবর্তীকালে দেখা যায় যে, তফসিলে উল্লিখিত জমি অথবা সম্পত্তি অথবা জমি ও সম্পত্তির আমরা বৈধ মালিক ও দখলকার নই, অথবা যদি আমাদের মালিকানায় কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে আমি/আমরা প্রথম পক্ষ চাহিবামাত্র সরকারকে ক্ষতিপূরণের টাকা ফেরত দিতে বাধ্য থাকিব;
- ৫। যদি প্রমাণিত হয় যে, তফসিলে উল্লিখিত জমি অথবা সম্পত্তির মধ্যে অধিগ্রহণের মামলা অনুসারে দাগের যে অংশে অধিগ্রহণ হইয়াছে, সে অংশে আমি/আমরা প্রথম পক্ষ এককভাবে অথবা যৌথভাবে, সমবায়ভিত্তিতে, ইত্যাদি কোনোভাবেই দখলে না থাকি অথবা অধিগ্রহণকৃত দাগের অপর অংশে ভোগদখলে থাকিয়াও খতিয়ানের অংশীদার হিসাবে ক্ষতিপূরণের অর্থ উত্তোলন করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি/আমরা যতটুকু জমির জন্য ক্ষতিপূরণের অর্থ গ্রহণ করিব, বা করিয়া থাকি, সেই পরিমাণ জমি যাহার অংশ অথবা দখল হইতে ক্ষতিসাধিত হইয়াছে, তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য থাকিব অথবা পুনরায় দাগের অন্যান্য শরিকদের মধ্যে জমি পুনর্বণ্টন করিয়া দিতে বাধ্য থাকিব। সেইক্ষেত্রে এই দলিল অংশ পরিত্যাগ ও দখল হস্তান্তরের দলিল হিসাবে গণ্য হইবে, যাহা সর্ব আদালতে সর্বকালে স্বীকৃত হইবে;
- ৬। এই চুক্তিনামার কোনো অনুচ্ছেদের বিষয়ে কোনো সমস্যার সৃষ্টি হইলে আইনানুগ সিদ্ধান্তই বলবৎ হইবে;
- ৭। এই চুক্তিনামা সম্পাদনের জন্য সম্পাদনকারী অথবা যাহার বা যাহাদের পক্ষে সম্পাদন করা হয় তিনি বা তাহাদের কৃতকর্মের জন্য দায়ী থাকিবেন;
- ৮। এই মর্মে আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে, আবেদিত জমির প্রকৃত মালিক ও দখলকার হিসাবে আমি/আমরা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য আবেদন দাখিল করিয়াছি। আমি/আমরা আবেদনে কোনো জালিয়াতি বা প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করি নাই। আবেদনের সহিত আমি/আমরা প্রতারণার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোনো জাল দলিল/কাগজপত্র উপস্থাপন করি নাই। তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি আমি/আমরা/আমাদের ওয়ারেশ ইত্যপূর্বে অন্য কাহারও নিকট বিক্রয় বা হস্তান্তর করে নাই। আমার দাখিলীয় কাগজপত্র/দলিলপত্র যদি ভবিষ্যতে উপযুক্ত আদালত/কর্তৃপক্ষের নিকট জাল হিসাবে প্রমাণিত হয় বা জাল কাগজপত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে এবং প্রতারণার মাধ্যমে ভুল/মিথ্যা তথ্য

উপস্থাপনপূর্বক আমি ক্ষতিপূরণের চেক/অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকি বা মালিক না হইয়াও ক্ষতিপূরণের অর্থ দাবি/গ্রহণ করি; তাহা হইলে এই অফিস হইতে অবগত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমার/আমাদের গৃহীত সমুদয় অর্থ ফেরত প্রদান করিব। অন্যথায় স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হকুমদখল বিধিমালা, ২০২৬ এর বিধি ৩৪(৮) মোতাবেক আমার/আমাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আদালতে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে। এই বিষয়ে আমি/আমরা অন্য কোনো আদালতে কোনো আপত্তি বা দরখাস্ত দাখিল করিব না, করিলেও তাহা সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হইবে না।

- ৯। তফসিল বর্ণিত জমি লইয়া আদালতে নম্বর মামলা চলমান রহিয়াছে। যদি ভবিষ্যতে উক্ত মামলার রায়ে আমার/আমাদের মালিকানাশ্বত্ব হারায় বা আমার/আমাদের বিরুদ্ধে রায় ঘোষিত হয় তাহা হইলে আমি/আমরা এই চেক মূলে গৃহীত সমুদয় অর্থ এই কার্যালয় হইতে চাহিবামাত্র ফেরত প্রদান করিতে বাধ্য থাকিব বা ফেরত প্রদান করিব (মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে);
- ১০। আমি/আমরা প্রথম পক্ষ নিম্নবর্ণিত তফসিলের জমি ও সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ বাবদ অদ্য তারিখের এল.এ. চেক নম্বর মূলে টাকা উত্তোলন করিয়া এই চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করিলাম :

তফসিল

মোজা :, থানা/উপজেলা :, জেলা :, এল.এ. কেস নম্বর :

রোয়েদাদ নম্বর	খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)	ক্ষতিপূরণ গ্রহণের ও চুক্তিবদ্ধ জমির পরিমাণ (একরে)	ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ (টাকায়)	মন্তব্য
অবকাঠামোর মূল্য :							
অন্যান্য মূল্য :							
মোট প্রাপ্ত টাকা :							

১১। এতদুদ্দেশ্যে আমি/আমরা উভয়পক্ষ স্বজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় এ চুক্তিনামা কাহারও কোনো প্রকার ভয়ভীতি ব্যতিরেকে ও বিনা প্ররোচণায় সম্পাদন করিয়া স্বাক্ষর/টিপসহি প্রদান করিলাম।

মালিক/মালিকগণ/আমমোক্তার গ্রহীতার নাম ঠিকানা ও স্বাক্ষর	শনাক্তকারীর নাম ঠিকানা, স্বাক্ষর ও সিল
স্বাক্ষর : নাম : পিতা : মাতা : NID : মোবাইল : ই-মেইল : স্থায়ী ঠিকানা : সাং-....., উপজেলা :....., জেলা :.....।	(স্থানীয় মেয়র/চেয়ারম্যান/ইউপি মেম্বর/কাউন্সিলর/ গণ্যমান্য ব্যক্তি (স্থানীয় সরকারি স্কুল/কলেজের প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ) স্বাক্ষর : নাম : পদবি : সিল :
<u>সাক্ষী:</u> ১। ২। ৩।	ক্ষতি নিষ্কৃতির চুক্তিনামা গৃহীত হইল এবং নথিভুক্ত করা হইল। <u>ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা</u> স্বাক্ষর : নাম : সিল :

বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, জুলাই ২৯, ২০২৬

২৮০৬

তফসিল-৩৩
[বিধি ৩২(৮) ও ৩৪(১৩) দ্রষ্টব্য]

অফেরতযোগ্য আমমোক্তারনামা দলিল (পাওয়ার অব অ্যাটর্নি) এর নমুনা
(রেজিস্ট্রিকৃত হইতে হইবে)

ক্রমিক নং :, বহি নম্বর :, দলিল নম্বর :, সন :, তারিখ :।
আমমোক্তারনামা দলিল সম্পাদনের কার্যালয়ের নাম ও ঠিকানা:

দলিলের প্রকৃতি	মোজা	থানা/উপজেলা	জেলা	পণমূল্য (যদি থাকে)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)

ক্রমিক নং	আমমোক্তার দলিল দাতা	আমমোক্তার দলিল দাতার ছবি	আমমোক্তার দলিল সম্পাদনের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	নাম : পিতার নাম : মাতার নাম : NID নম্বর : মোবাইল নম্বর : স্থায়ী ঠিকানা :		

(১)	(২)	(৩)	(৪)
২।	নাম : পিতার নাম : মাতার নাম : NID নম্বর : মোবাইল নম্বর : স্থায়ী ঠিকানা :		

- ২। দলিলের পক্ষগণের অভিপ্রায় প্রতিফলনের প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ পাওয়ারদাতা কর্তৃক প্রদেয় সাধারণ, বিশেষ বা অপ্রত্যাহারযোগ্য ক্ষমতা এবং পাওয়ারগ্রহীতা কর্তৃক সম্পাদিতব্য দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহের বিস্তারিত বিবরণ :

এই আমমোক্তার বা ক্ষমতাপত্র দলিলমূলে ক্ষমতা প্রদানকৃত নিম্ন তফসিলের একর জমি এই আমমোক্তার দলিলমূলে আমমোক্তার গ্রহীতা/গ্রহীতাগণ আমমোক্তার দাতা/দাতাগণের পক্ষে স্বাক্ষরক্রমে অন্যত্র হস্তান্তর, দান, হেবা, সাফ-কবলা বা অন্যান্যভাবে হস্তান্তর করিতে পারিবেন। এছাড়া, নিম্ন তফসিলের জমি ইতোমধ্যে এল.এ./এল.আর. কেস নম্বর মূলে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণের/হুকুমদখলের কার্যক্রম চূড়ান্ত করা হইয়াছে বা এই মামলামূলে অধিগ্রহণ/হুকুমদখল না হইয়া যদি একই তফসিলের জমি বর্তমান বা ভবিষ্যতেও এই এল.এ./এল.আর. কেস বা অন্যকোনো এল.এ./এল.আর. কেস-মূলে অধিগ্রহণ/হুকুমদখল করা হয় তাহা হইলে হুকুমদখল/অধিগ্রহণের বিপরীতে সরকার কর্তৃক উক্ত জমি বা জমিতে স্থিত অবকাঠামো/ঘরবাড়ি/স্থাপনা/গাছপালা/ ব্যবসার মূল্য/ফসলের ধার্যকৃত মূল্যের চেক বা ইজারা মূল্যের চেক বা নগদ ক্ষতিপূরণ (চ ধারার নোটিশে বর্ণিত মতে) আমমোক্তার দাতা/দাতাগণের পক্ষে আমমোক্তার গ্রহীতা/গ্রহীতাগণ নিজ নামে এবং নিজ স্বাক্ষরে ভূমি অধিগ্রহণ শাখা জেলা হইতে উত্তোলন করিতে পারিবেন। এছাড়া, ভূমি অধিগ্রহণ শাখা হইতে নিম্ন তফসিলের জমি বা জমিতে স্থিত অবকাঠামো/ঘরবাড়ি/স্থাপনা/গাছপালা/ব্যবসার মূল্য/ফসলের ধার্যকৃত মূল্যের চেক বা নগদ ক্ষতিপূরণ চেক আমমোক্তার গ্রহীতা/গ্রহীতাগণ নিজ নামে উত্তোলনক্রমে উত্তোলিত চেক তাহার নিজ নামীয় ব্যাংক একাউন্টে জমা প্রদানক্রমে উক্ত উত্তোলিত চেকের অর্থ আমমোক্তার গ্রহীতা/গ্রহীতাগণের নিজ ইচ্ছামত খরচ বা বিভাজন করিতে পারিবেন। এতে আমমোক্তার দাতা/দাতাগণের কোনোরূপ দাবি বা আপত্তি নাই বা থাকিবে না। ভবিষ্যতেও উক্ত বিষয়ে আমমোক্তার দাতা/দাতাগণের কোনোরূপ আপত্তি বা দাবি কোনো আদালতে উত্থাপন করিতে পারিবেন না। আপত্তি বা দাবি উপস্থাপন করিলেও এই আমমোক্তার দলিলমূলে সকল আপত্তি বা দাবি অগ্রাহ্য হইবে (এই অংশ আবশ্যিকভাবে থাকিতে হইবে)।

- ৩। স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়, বিক্রয়ের চুক্তি বা ঋণ গ্রহণের বিনিময়ে বন্ধক প্রদান সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে উহার বিবরণসহ সম্পত্তির তফসিল বর্ণনা অথবা ভূমি উন্নয়ন সংক্রান্ত কোনো ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে উহার বিবরণ ও উহাতে সৃজিতব্য প্লটের বা নির্মিতব্য ভবনের বিস্তারিত বিবরণসহ সম্পত্তির তফসিল

বর্ণনা অথবা ভূমি উন্নয়ন ব্যতীত স্থাবর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার কোনো ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে উহার বিবরণসহ সম্পত্তির তফসিল বর্ণনা; অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সম্পত্তির তফসিল বর্ণনা।

- ৪। ভূমি উন্নয়ন সংক্রান্ত কোনো ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে, প্রস্তাবিত ভূমি উন্নয়ন কার্য সম্পন্নের পর উহা হইতে অর্জিত যে অংশ পাওয়ারগ্রহীতা প্লট, ইমারত বা স্পেস আকারে বিক্রয় বা হস্তান্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন উহার বিবরণ।
- ৫। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সম্পত্তির পণমূল্য।
- ৬। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পাওয়ারদাতা কর্তৃক গৃহীত কোনো অর্থ (যদি থাকে), বা কোনো আর্থিক লেনদেন (যদি হয়), উহার বিবরণ।
- ৭। আর্থিক দায় ও দায়িত্ব (যদি থাকে) উহার বিবরণ।
- ৮। প্রদেয় ক্ষমতা প্রয়োগের নির্দিষ্ট মেয়াদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- ৯। পাওয়ারদাতা একাধিক হইলে তাহারা যৌথভাবে বা পৃথকভাবে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন কি না উহার বিবরণ এবং নিযুক্ত অ্যাটর্নি একাধিক হইলে তাহারা যৌথভাবে বা পৃথকভাবে অথবা যৌথ ও পৃথক উভয়ভাবেই কার্য সম্পাদনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন কি না উহার বিবরণ।
- ১০। পক্ষগণের অভিপ্রায় প্রতিফলনের নিমিত্ত অন্য কোনো তথ্য বা বিশেষ শর্ত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- ১১। পাওয়ারগ্রহীতার সম্মতিসূচক স্বাক্ষর।
- ১২। পাওয়ারদাতা/দাতাগণের নাম ও স্বাক্ষর।
- ১৩। কমপক্ষে দুই জন সাক্ষীর নাম, পরিচিতি ও স্বাক্ষর :

সাক্ষী-১	সাক্ষী-২
নাম : পিতার নাম : মাতার নাম : মোবাইল নম্বর : NID নম্বর : ই-মেইল : স্থায়ী ঠিকানা :	নাম : পিতার নাম : মাতার নাম : মোবাইল নম্বর : NID নম্বর : ই-মেইল : স্থায়ী ঠিকানা :

১৪। মুসাবিদাকারী বা লেখকের নাম, স্থায়ী ঠিকানা, পরিচিতি ও স্বাক্ষর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

১৫। পাওয়ারদাতা কর্তৃক বা তাহার পক্ষে প্রদত্ত হলফনামা:

“Bangladesh Transfer of Immovable Property (Temporary Provisions) Order, 1972 (P.O. No. 142 of 1972, Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908) এর section 52A(g) এবং Transfer of Property Act, 1882 (Act No. IV of 1882) এর section 53E অনুসারে প্রদত্ত হলফনামা

বরাবর,

..... (যে কর্মকর্তার সম্মুখে হলফনামা দাখিল হইবে তাহার পদবি ও ঠিকানা)

হলফকারী/হলফকারীগণের নাম, পরিচিতি ও বয়স :

এই মর্মে ঘোষণাপূর্বক হলফনামা প্রদান করিতেছি যে, আমি/আমরা বাংলাদেশের (বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্য দেশের নাগরিক হইলে উক্ত দেশের নাম) নাগরিক।

আমি/আমরা ঘোষণা করিতেছি যে,—

- (ক) হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবিত ভূমি Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972 (P.O. No. 8 of 1972) এর অধীন ক্রোকের আওতাধীন নহে;
- (খ) হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবিত ভূমি Bangladesh Abandoned Property (Control, Management and Disposal) Order, 1972 (P.O. No. 16 of 1972) এর অর্থানুযায়ী পরিত্যক্ত সম্পত্তি নহে;
- (গ) হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবিত ভূমি আপাতত বলবৎ কোনো আইনের অধীন সরকারে বর্তায় নাই, বা সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হয় নাই;
- (ঘ) প্রস্তাবিত হস্তান্তর আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের কোনো বিধানের সহিত সাংঘর্ষিক নহে;
- (ঙ) প্রস্তাবিত হস্তান্তর Bangladesh Land Holding (Limitation) Order, 1972 (P.O. No. 98 of 1972) এর article 5A অনুযায়ী বাতিলযোগ্য নহে; এবং

(চ) হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবিত ভূমির বিবরণ সঠিকভাবে বর্ণিত হইয়াছে, উহা অবমূল্যায়ন করা হয় নাই এবং উল্লিখিত সম্পত্তি হস্তান্তরকরণে আবেদনকারীর বৈধ অধিকার রহিয়াছে।

আমি/আমরা আরও ঘোষণা করিতেছি যে, আমি/আমরা হস্তান্তরিত সম্পত্তির নিরঙ্কুশ মালিক। অন্য কাহারো সহিত বায়না চুক্তি স্বাক্ষর করি নাই বা অন্য কোথাও বিক্রয় করি নাই বা অন্য কোনো পক্ষের নিকট বন্ধক রাখি নাই। এই সম্পত্তি সরকারি, খাস/অর্পিত বা পরিত্যক্ত সম্পত্তি নহে বা অন্য কোনোভাবে সরকারের উপর বর্তায় নাই। দলিলে বর্ণিত কোনো তথ্য ভুলভাবে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিলে তজ্জন্য আমি/আমরা দায়ী হইব এবং আমার/আমাদের বিরুদ্ধে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা করা যাইবে। হস্তান্তরিত জমি সম্পর্কে কোনো ভুল, অসত্য বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করিয়া থাকিলে প্রয়োজনে নিজ খরচায় ভুল শুদ্ধ করিয়া ক্ষতিপূরণসহ নূতন দলিল প্রস্তুত ও রেজিস্ট্রি করিয়া দিতে বাধ্য থাকিব।

এই দলিলে বর্ণিত সম্পত্তিতে আমার/আমাদের বৈধ স্বত্ব ও অধিকার বহাল রহিয়াছে এবং প্রদত্ত বিবরণ আমার/আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

তারিখ :

হলফকারী/হলফকারীগণের স্বাক্ষর :

শনাত্তকারীর ঘোষণা:

এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, হলফকারী/হলফকারীগণ আমার পরিচিত এবং আমার সম্মুখে তিনি/তাহারা দলিলে স্বাক্ষর প্রদান করিয়াছেন (বা আমি তাহার/তাহাদের বা নম্বর ক্রমধারী হলফকারীর নাম লিখিয়া দিয়াছি)।

শনাত্তকারীর স্বাক্ষর :

নাম :

পদবি :

NID নম্বর:

স্থায়ী ঠিকানা: ”।

১৬। কর্মকর্তার নাম, পদবি, সিল ও তারিখসহ স্বাক্ষর।